দামুড়হুদায় অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি উত্তোলন, দুইজনের কারাদণ্ড

দামুড়হুদায় মাটি উত্তোলনের দায়ে দুইজনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুই মাস করে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। রবিবার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সোহেল।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার তারিণীপুর মাঠে ব্যক্তিমালিকানাধীন ফসলি জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনের অভিযোগে দুইজনকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে তারিণীপুর মাঠে ভেকু দিয়ে বিনা অনুমতিতে মাটি উত্তোলন করে ট্রাক্টরের মাধ্যমে পরিবহনকালে স্থানীয়দের সহায়তায় হাতেনাতে আটক করা হয় অভিযুক্তদের।

আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর গাতিরপাড়ার শহীদুল ইসলামের ছেলে শামীম ইসলাম (২০) এবং তারিণীপুর গ্রামের আমির হোসেনের ছেলে খালিদ হোসেন (২৫)।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২৩)-এর সংশ্লিষ্ট ধারা লঙ্ঘনের দায়ে ১৫(১) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেককে দুই মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। আটক ট্রাক্টরটি থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্তদের গতকালই চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, অবৈধ মাটি উত্তোলনের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় প্রকৃতিকে রাঙিয়ে তোলা বসন্তের রুপকন্যা শিমুল বিলুপ্তপ্রায়

গাছে গাছে সবুজ পাতা, মুকুল আর ফুল আর কোকিলের ডাক মনে করিয়ে দেয় বসন্তের আগমনি বার্তা। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে আবহমান গ্রামবাংলার প্রকৃতিকে রাঙিয়ে অনেক ফুল ফুটলেও এখন আর তেমন চোখে পড়ে না রক্তলাল নয়নাভিরাম শিমুল ফুল।

কিন্তু কালের বিবর্তনে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার আগুন ঝরা ফাগুনে চোখ ধাঁধানো গাঢ় লাল রঙের অপরূপ সাজে সজ্জিত শিমুল গাছ এখন বিলুপ্তপ্রায়।

এক-দেড় যুগ আগেও দামুড়হুদা উপজেলা বিভিন্ন গ্রামের অধিকাংশ বাড়ির আনাচে কানাচে আর রাস্তার পাশে অনেক শিমুল গাছ দেখা যেত। প্রতিটি গাছে গাছে প্রস্ফুটিত শিমুল ফুলই স্মরণ করিয়ে দিত বসন্তের আগমনী বার্তা। বসন্ত আগমনের এক সঙ্গে প্রকৃতি প্রতিটি গাছেই আসতে শুরু করেছে নতুন পাতা। ইতি মধ্যেই কোকিলের সুমিষ্ট কুহুতালে ফাগুনের উত্তাল বাসন্তী হাওয়া দিচ্ছে দোলা। মুকুল আর শিমুল ফুল দেখে বোঝা যায় শীত বিদায় নিয়ে আসছে ফাগুন। শিমুল গাছের শাখাগুলো বসন্তের আগমনে লাল শাড়ির ঘোমটা পরা গ্রাম্য নববধূর সাজে সজ্জিত হতে দেখা যায়, যা দর্শনে হতাশ প্রেমিকের মনেও জাগিয়ে তোলে আশা।

অন্যান্য গাছের তুলনায় শিমুল গাছ অনেক উঁচু হওয়ায় বহু দূর থেকে এ মনোরম দৃশ্য চোখে পড়ে। কেবল সৌন্দর্যই বিলায় না, শিমুল গাছের রয়েছে নানা উপকারিতা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব।

প্রাকৃতিকভাবে তুলা আহরণের অন্যতম অবলম্বন শিমুল গাছ। এ গাছের সব অংশেরই রয়েছে ভেষজ গুণ। গ্রামে শিমূল গাছ ঔষধি গাছ হিসেবেও পরিচিত। গ্রামাঞ্চলের মানুষ বিষ ফোড়া, আখের গুড় তৈরিতে শিমুলের রস ও কোষ্ঠ কাঠিণ্য নিরাময়ে গাছের মূলকে ব্যবহার করতো।

শিমুল গাছ ৯০ থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং বেশ মোটাও হয়। নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে শিমুল গাছ দেড় শ’ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। শীতের শেষে পাতা ঝরে পড়ে। বসন্তের শুরুতেই গাছে ফুল ফোটে। আর এ ফুল থেকেই হয় ফল।

চৈত্র মাসের শেষের দিকে ফল পুষ্ট হয়। বৈশাখ মাসের দিকে ফলগুলো পেকে শুকিয়ে গিয়ে বাতাসে আপনা আপনিই ফল ফেটে প্রাকৃতিকভাবে তুলার সঙ্গে উড়ে উড়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়া বীজ থেকেই এর জন্ম হয়। বালিশ, লেপ ও তোশক তৈরিতে শিমুল তুলার জুড়ি নেই। অথচ বর্তমানে মানুষ এ গাছকে তুচ্ছ মনে করে কারণে অকারণে কেটে ফেলছে।

ইটভাটার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হলেও সেই তুলনায় রোপণ করা হয়নি। ফলে আজ বিলুপ্তির পথে গাছটি। শিমুল গাছ উজাড় হওয়ার ফলে পরিবেশের ওপরে পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। গাছটি নিধনের জন্য একমাত্র ইটভাটাই দায়ী। এ গাছ অনেক উঁচু হওয়ায় কাক, কোকিল, চিল, বকসহ বিভিন্ন ধরনের পাখি বাসা বেঁধে বসবাস করত। এ গাছ উজাড় হওয়ার ফলে এসব পাখিরা আবাসস্থল হারিয়ে পড়েছে অস্তিত্ব সঙ্কটে। গাছ না থাকায় আবাসস্থলের অভাবে ধীরে ধীরে এসব পাখিরাও হারিয়ে যাচ্ছে।
গ্রামে শিমূল গাছ ঔষধি গাছ হিসেবেও পরিচিত। কিন্তু কালের বিবর্তনে আর আধুনিকতার ছোঁয়ায় তেমন চোখে পড়ে না শিমুল গাছ। প্রতিনিয়ত বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে শিমুল গাছ। যার কারনে গ্রাম বাংলার বুক থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে, অতি চিরচেনা শিমূল গাছ।

দামুড়হুদায় বিএনপির নির্বাচনী জনসভা ও গণমিছিল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী, জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুর নেতৃত্বে দামুড়হুদায় অনুষ্ঠিত হলো বিশাল নির্বাচনী জনসভা ও গণমিছিল।

হাজার হাজার নেতাকর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় দামুড়হুদা স্টেডিয়াম মাঠ জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

দুপুরের পর থেকেই দামুড়হুদা উপজেলা শহরে মিছিলের নগরিতে পরিণত হয়। দলীয় স্লোগান, ব্যানার-ফেস্টুন আর উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণ। চারদিক থেকে আসা মানুষের ঢলে পুরো

দামুড়হুদা উপজেলা উৎসবমুখর পরিবেশে রূপ নেয়। স্থানীয়দের মতে, অতীতে কখনোই দামুড়হুদায় এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম দেখা যায়নি।

জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, এই জনসমুদ্র প্রমাণ করে দামুড়হুদার মানুষ পরিবর্তন চায়, গণতন্ত্র চায়, ভোটের অধিকার ফিরে পেতে চায়। দেশের মানুষ আজ দমন-পীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। ইনশাআল্লাহ, জনগণের শক্তিতেই বিজয় অর্জিত হবে। তিনি আরও বলেন, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জনগণের ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়েই আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেলে সবার আগে নারীর ক্ষমতা ও অধিকার নিশ্চিতে কাজ করা হবে। জামায়াতে ইসলাম নারীর যে অধিকারের কথা বলছে তা একদম ভুয়া, কারণ জামায়াত এই নির্বাচনে ৩০০ আসনের একটিতেও নারী নেতৃত্ব দেয়নি এবং কেন্দ্রীয় ভাবে নারী নেতৃত্বে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। এই নির্বাচনে যার ভোট সে নিজে প্রয়োগ করবে, তাই তিনি বলেন এই জনসমাবেশ থেকে সবাই বাড়ি গিয়ে নিজের মা-বোন নিজের পরিবারের ভোটগুলো আগে নিশ্চিত করতে হবে। কেউ যেন ভুল বুঝিয়ে জান্নাতের টিকিট দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

জনসভা ও গণমিছিলে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাজী মোজাম্মেল হক এর ছেলে মিথুন সহ যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থক। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত এ জনসভা ও গণমিছিল ঘিরে পুরো এলাকায় উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। নেতাকর্মীদের মাঝে দেখা যায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নির্বাচনী প্রস্তুতির দৃঢ় প্রত্যয়।

দামুড়হুদায় মাদকসেবীদের তাণ্ডবে কৃষকের সোনাঝরা ফসল ধ্বংস; লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর হাজীপাড়ার মাঠে মাদকসেবীদের নৃশংস তাণ্ডবে এক কৃষি উদ্যোক্তার সোনাঝরা ফসল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত শনিবার দিবাগত গভীর রাতে পরিকল্পিতভাবে কলা বাগানে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার এলাকার বাসিন্দা কৃষি উদ্যোক্তা ইঞ্জিনিয়ার মাসুম জয়রামপুর হাজীপাড়ার মাঠে দীর্ঘদিন ধরে কলা, কচু , বেগুন, হলুদ, সরিষা,ওল, পেঁপে, বিভিন্ন প্রকার আমের বাগান, লিচু বাগান সহ বিভিন্ন ফসলের চাষ করে আসছেন। আগে পরিত্যক্ত পড়ে থাকা জমিগুলো তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নেন। এতে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলেও একটি মাদকাসক্ত চক্র এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

স্থানীয়দের ভাষ্য মতে, রাতের আঁধারে মাদকসেবীরা মাঠের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে কলাবাগানে ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করে। পরিত্যক্ত বিষের পলিথিন ও শুকনো পাতা ব্যবহার করে কলাগাছের মাথায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এতে একাধিক কলাগাছ পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়, অনেক গাছ ভেঙে ফেলা হয়। ফলে কলার মোচা ও পাতাসহ পুরো বাগান মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ে। এতে প্রায় দুই লক্ষ টাকার অধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন ভুক্তভোগী কৃষক।

কৃষি উদ্যোক্তা ইঞ্জিনিয়ার মাসুম জানান, “এর আগেও আমার বাগানের অনেকগুলো ফলন্ত মোটা লিচু গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, ফসল নষ্ট করা হয়েছে, এমনকি কাঁটাতারের বেড়া চুরি করে নিয়ে গেছে। স্থানীয়ভাবে সবাই জানে, একটি মাদকাসক্ত চক্র এসব করছে। আমি কৃষিকাজ শুরু করায় তারা তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডে বাধা পাচ্ছে বলেই পরিকল্পিতভাবে ফসল নষ্ট করছে।

স্থানীয়রা জানান, জয়রামপুর হাজীপাড়ার মাঠ দীর্ঘদিন ধরে মাদকসেবীদের আড্ডাস্থল হিসেবে পরিচিত। মাঠটি নির্জন হওয়ায়

সন্ধ্যার পর সেখানে সাধারণ মানুষের যাতায়াত কম থাকে। এই সুযোগে তারা নিয়মিত মাদক সেবন ও নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ কৃষক ও এলাকাবাসী দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান পরিচালনার দাবি জানিয়েছেন। ভুক্তভোগী কৃষক জানান, তিনি এ বিষয়ে দামুড়হুদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন। কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদনের স্বার্থে এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার দ্রুত বিচার এবং কৃষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি বলে মনে করছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, এবিষয়ে কেউ কোন অভিযোগ করেনি, অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় ধানের শীষের উঠান বৈঠকে মিলিমা ইসলাম বিশ্বাস

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি’র সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসের কন্যা কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সদস্য, জিয়া পরিষদের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক সদস্য মিলিমা ইসলাম বিশ্বাস চুয়াডাঙ্গা–২ আসনের বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু’র নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ ভোটারদের মাঝে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন।

গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে তিনি দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে গোবিন্দহুদা গ্রামের কুলু পাড়ায় মহিলাদের উঠান বৈঠকে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন।

এ সময় তিনি স্থানীয় নেতাকর্মী ও ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন এবং মাহমুদ হাসান খান বাবুর জন্য ধানের শীষ প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন।

উঠান বৈঠকে উপস্থিত নারী ভোটার ও নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে মিলিমা ইসলাম বিশ্বাস বলেন, ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণের পাশে দাঁড়াতে হবে। জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যমেই এই আসনে বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব।

তিনি দলীয় ও সাধারণ নারী ভোটারদের ধানের শীষে ভোট দিয়ে এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। এ সময় তিনি নির্বাচনী কৌশলগত বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন এবং সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। তাঁর উপস্থিতিতে পুরো এলাকায় সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ, মুহুর্মুহু স্লোগানে মুখরিত হয় উঠান বৈঠক প্রাঙ্গন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও ভোটারা প্রিয় নেত্রীকে কাছে পেয়ে আবেগে আপ্লূত হয়ে পড়েন। মিলিমা ইসলাম বিশ্বাসের এই আকস্মিক সফর ও দিকনির্দেশনায় উপস্থিত সাধারণ ভোটারদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, উলামা দল নেতা মাওলানা নাজমুল হাসান বিপ্লবী, ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক বকুল হোসেন, বিএনপি নেতা শফি মহুরি, যুবদল নেতা দেলোয়ার হোসেন, মনির, মানিক স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ প্রায় ২ শতাধিক নারী ভোটার উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে আমের সোনালি মুকুল

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমগাছগুলোতে দেখা মিলছে প্রচুর আমের মুকুল। মুকুলের মৌ মৌ গন্ধে মুখরিত হয়ে উঠেছে দামুড়হুদা উপজেলার গ্রাম-গঞ্জ। মুকুল থেকে মৌমাছির মধু সংগ্রহের উৎসবে যেন মেতে উঠেছে প্রকৃতি।

উপজেলার সদরসহ সকল গ্রামের আমগাছগুলো এখন মুকুলে ভরপুর। গাছে গাছে উঁকি দিচ্ছে আমের সোনালি মুকুল। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে মুকুলের মিষ্টি সুবাস। মুকুল যেন নষ্ট না হয়, সে জন্য ইতোমধ্যে

বাগান মালিকরা ব্যস্ত সময় পার করছেন বাগান পরিচর্যায়।

চারদিকে শোনা যাচ্ছে কোকিলের মিষ্টি কুহু কুহু ডাক আর মৌমাছির গুনগুন শব্দ। মুকুলের মিষ্টি ঘ্রাণ যেন জাদুর মতো কাছে টানছে ভ্রমরদের। গাছের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় চলছে ভ্রমরের সুরের ব্যঞ্জনা। বসন্তের স্নিগ্ধ আবহে শোভা ছড়াচ্ছে স্বর্ণালি মুকুল।

উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, বাগানসহ অনেক বাড়ির উঠানেও আমগাছে শোভা পাচ্ছে মুকুল। বাতাসে মুকুলের সুবাসিত পাগল করা ঘ্রাণ। গাছের আমপাতার সবুজ বিছানায় মুকুলের সোনালি রেণু যেন ফাগুনকে ফুলশয্যায় সাজিয়ে তুলেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিচ্ছে শীতকাল।

তবে আমের ফলন অনেকটাই আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে চলতি বছর আমের ফলন ভালো হবে বলে আশা করছেন আমচাষিরা। বাগান মালিকরা জানান, আগাম মুকুল দেখে তারা অনেক খুশি। এই মুকুল টিকে থাকলে এবার বাম্পার ফলন পাওয়া যাবে। তবে ঘন কুয়াশা পড়লে মুকুল পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

দামুড়হুদার জয়রামপুর মল্লিকপাড়ার আম ব্যবসায়ী কাওছার আলী বলেন, “গত বছর ১২ বিঘা জমিতে আমার আম বাগান ছিল। ঝড়ের কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল, এতে আমি বড় অঙ্কের লোকসানে পড়ি। এ বছর সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ৬ দাগে মোট ১৭ বিঘা জমিতে আম বাগান নিয়েছি। বর্তমানে আমগাছে যেন কোনো পোকার আক্রমণ না হয় বা মুকুল নষ্ট না হয়, সে জন্য নিয়মিত ওষুধ প্রয়োগ করে পরিচর্যা করছি। মুকুলের পরিমাণ মোটামুটি ভালো আছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এ বছর গত বছরের ক্ষতি পুষিয়ে লাভবান হতে পারব।”

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জানান, “আমরা সব সময় আমচাষিদের বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করে আসছি। প্রয়োজনে সব সময় তাদের পাশে আছি। চলতি বছর উপজেলায় ৭৯৫ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়েছে।”

দামুড়হুদায় মাহমুদ হাসান খান বাবু’র ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা ও গণসংযোগ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গতকাল রবিবার সন্ধ্যার পরে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের বিভন্ন ওয়ার্ডে মাহমুদ হাসান খান বাবুর ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা ও গণসংযোগ করেন।

এসময় তিনি হাউলী ইউনিয়নের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে পাড়ায় মহল্লায় ধানের শীষের পক্ষে ভোট চান। তার উপস্থিতিতে ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি নেতাকর্মীর মনে আবেগ প্রবল হয়ে ধানের শীষের পক্ষে জোর প্রচারণা চালায়। প্রিয় নেতাকে কাছে পেয়ে স্থানীয় নেতাকর্মী তাদের ওয়ার্ডের চাওয়া পাওয়া বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

তারা বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট আমল থেকে আমাদের ০১নম্বর ওয়ার্ডে আজ পর্যন্ত কোথাও কোনো পিচের রাস্তা করা হয়নি। এ সময় মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, আল্লাহ পাক যদি আমাকে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে এমপি হিসাবে কবুল করেন তাহলে আমি আপনাদের এক নম্বর ওয়ার্ডের পিচের রাস্তা করার ব্যবস্থা করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। এসময় হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি’র নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও ২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।

উক্ত নির্বাচনী পথসভায় উপস্থিত ছিলেন, হাওলি ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী সহ বিএনপি ও তার অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় গ্রামেগঞ্জে বিএনপির নির্বাচনী প্রচারণায় নীলিমা আক্তার বিশ্বাস

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি’র সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসের কন্যা কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সদস্য, জিয়া পরিষদের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক সদস্য নীলিমা আক্তার বিশ্বাস চুয়াডাঙ্গা–২ আসনের বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু’র নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের মাঝে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তিনি দামুড়হুদা উপজেলার কাঁঠালতলায় অবস্থিত হাউলি ইউনিয়ন বিএনপির নির্বাচনী অফিস পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি স্থানীয় ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন এবং মাহমুদ হাসান খান বাবুর জন্য ধানের শীষ প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন।

নির্বাচনী অফিসে উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে নীলিমা আক্তার বিশ্বাস বলেন, “ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণের পাশে দাঁড়াতে হবে। জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যমেই এই আসনে বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব। তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সংগঠিত হয়ে মাঠপর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। এসময় তিনি নির্বাচনী কৌশলগত বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন এবং নেতাকর্মীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। তাঁর উপস্থিতিতে পুরো এলাকায় সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ, মুহুর্মুহু স্লোগানে মুখরিত হয় প্রাঙ্গন।

স্থানীয় জনগণ প্রিয় নেত্রীকে কাছে পেয়ে আবেগে আপ্লূত হয়ে পড়েন। নীলিমা আক্তার বিশ্বাসের এই আকস্মিক সফর ও দিকনির্দেশনায় হাউলি ইউনিয়নসহ আশপাশের এলাকায় বিএনপি’র নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেছে। পরে তিনি হাউলী ইউনিয়নের কাদিপুর, লোকনাথপুর সহ বিভিন্ন স্থানে ধানের শীষের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা ও ভোট প্রার্থনা করেন।

দামুড়হুদায় পুষ্টি ও পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

দামুড়হুদায় স্কুল মিল্ক ফিডিং কর্মসূচির আওতায় স্কুল শিক্ষক, ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের জন্য ‘পুষ্টি ও পরিবেশ সচেতনতা’ বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে এবং প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে পুরাতন বাস্তবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে দুধের ভূমিকা অপরিসীম। স্কুল মিল্ক ফিডিং কর্মসূচির মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের স্কুলমুখী করা এবং তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা হচ্ছে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, পুরাতন বাস্তবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আসমতারা খাতুন এবং স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আসিকুল ইসলাম প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার

হ্যাপি বলেন, শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করা হলে তাদের শেখার আগ্রহ ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। দুধ একটি পরিপূর্ণ খাদ্য, যা শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও মেধা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্কুল মিল্ক ফিডিং কর্মসূচির ফলে বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

প্রশিক্ষণে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দুধের উপকারিতা, পুষ্টিগুণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. কমলাকান্ত পাল।

দামুড়হুদায় পুষ্টি ও পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

দামুড়হুদায় স্কুল মিল্ক ফিডিং কর্মসূচির আওতায় স্কুল শিক্ষক, ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের জন্য ‘পুষ্টি ও পরিবেশ সচেতনতা’ বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে এবং প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে পুরাতন বাস্তবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে দুধের ভূমিকা অপরিসীম। স্কুল মিল্ক

ফিডিং কর্মসূচির মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের স্কুলমুখী করা এবং তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা হচ্ছে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, পুরাতন বাস্তবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আসমতারা খাতুন এবং স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আসিকুল ইসলাম প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপি বলেন, শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করা হলে তাদের শেখার আগ্রহ ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। দুধ একটি পরিপূর্ণ খাদ্য, যা শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও মেধা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্কুল মিল্ক ফিডিং কর্মসূচির ফলে বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

প্রশিক্ষণে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দুধের উপকারিতা, পুষ্টিগুণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. কমলাকান্ত পাল।